প্রসংগঃ বিদেশী নীতির উপাদান কি?

ডঃ বিল্পব পাল সমিপেষু -কুদ্দুস খান

আপনার সুশীলতার জন্য আবারও ধন্যবাদ। আশা করি আমরা এই সুশীলতা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে চলতে পারব। তার আগে আমার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ও গুনি লেখক অভিজিত রায়কেকে দু একটি কথা বলে শুরু করতে চাচ্ছি। জনাব আবুল কাশেম, জনাব আলমগীর হোসেন, জনাব কাম রান মির্জা ও জনাব ফতেমোল্লার সাথে কথা বলে আমার এই ধারণা হয়েছে যে আমার লেখা ''জাতিসংঘের আলোকে মুক্তমনা বন্ধুটির কষ্ট' লেখাটির'' কতিপয় শব্দ প্রয়োগ অভিজিত রায়ের মনোকস্টের কারণ হয়েছে এবং তার উত্তেজনার কারণ ঘটিয়েছে। আমি আমার এই উদ্ধত্বপুর্ন আচরনের জন্য তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরবর্তিতে আমি তার কোন লেখার প্রত্যুত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকব। তিনি সুস্থ থাকুন ভাল থাকুন এই কামনায় করছি।

ডঃ বিপ্লবের পাল, আপনার বিদেশী নীতির উপাদান কি? আপনার লেখাটি পড়ে মনে হচ্ছে '' জোর যার মুল্লুক তার' নীতির ভিত্তিতেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। কথাটির মধ্যে সত্যতা নেই বললে ভুল হবে। কিন্তু কতটা সত্য সেটাই ভেবে দেখার বিষয়। মনে হচ্ছে মিঃ পাল খুব বেশী Extreme এ চলে গিয়েছেন। পররাষ্ট্র নীতিতে শক্তির একটু-আধটু ভুমিকা থাকে বটে কিন্তু সে ভুমিকাটি গৌন, আর মুখ্য ভুমিকা হচ্ছে একটি জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ। সেই অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণেই জাতিকে প্রতিনিয়ত advance সংস্কৃতির ধারক বাহক হতে হবে। সেটা না হলে সেই জাতির অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্বে ধরে রাখতে পারবে না। ফলে সে জাতির পতন হতে বাধ্য। মুসলিমরা এক সময়ে সমস্ত বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন করেছে, কারণ তারাই তৎকালিন সময়ে advance সংস্কৃতির ধারক বাহক ছিল । ১২০০ খৃষ্টাব্দের পুর্ব পর্যন্ত মুসলিমরাই জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত ছিল বিধায় তারা সমস্ত বিশ্ব শাসন করতে পেরেছিল। মুসলিম শাসকগন তাদের দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করে ও উন্নত সেনাবাহিনী লালন পালন করে ১২০০ সাল পর্যন্ত ভিনদেশ দখল করে দখলকারী সেনাপতিকে গভর্নর করে দেশ শাসন করেছে।

তার পর এসেছে ব্রিটিশরা। ব্রিটিশরা সমস্ত বিশ্ব এই সেদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রন করেছে। মুসসলিমরা ১২০০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্রিটিশদের থেকে ক্রমেই পিছিয়ে পরতে থাকে এবং সেকারনে মুসলিম সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে থাকে এবং ব্রিটশ সাম্রাজ্য বড় হতে থাকে।

ব্রিটিশদের অগ্রগতির কারণ দুটি। প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব। সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিশেষ করে মিশর ও প্যালেষ্টাইন এলাকার ছোট ছোট কুটির শিল্পই মুসলিম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। ব্রিটিশরা উন্নতর প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই কুটির শিল্পকে ধবংসের মুখে ঠেলে দিয়ে বিশ্ব বানিজ্যের নিয়ন্ত্রন নিজেদের হাতে নিতে শুরু করে । মাত্র এবং ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে মিশর ও প্যালেষ্টাইন বানিজ্য ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে মুসলিম রাজ্য অর্থাৎ তুরস্কে ডানপন্থি মুসলিম শাসকদের ক্ষমতা গ্রহন। মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী তুরুস্কে এক সময় ইমাম গাজ্জালিদের নীতি আদর্শ গ্রহন করা হয়। এই আদর্শ অনুসরন করে রাষ্টের সরকারি কার্যে শুধু মাত্র মুসলিমদের নিয়োগ করার বিধান করা হয়। নন মুসলিমদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। এর পুর্বে মুসলিম রাষ্ট্রে গভর্নর ও প্রধান প্রধান পদ ছাড়া সকল কর্মচারীই ইহুদি বা খৃষ্টানদের নিয়োগ করা হতো। মুলত মুসলিম খলিফার রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ । ১২০০ খৃষ্টাব্দের পর পর হাজার হাজার ইহুদী বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিদ স্পেন হয়ে ইংল্যান্ড প্রবেশ করে এবং ইংল্যান্ড আশ্রয় গ্রহন করে। এই অভিবাসি ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাই পরবর্তিতে শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়।

অতএব ডঃ বিপ্লব, আপনার কথাই আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমাকে বলেছেন আমি আমেরিকার পরাষ্টনীতির অংশ বিশেষ দেখি পুরোটা নয়। এবার আপনি পররাষ্ট্রনীতির অংশ বিশেষ দেখছেন পুরোটা নয়। গায়ের জোর নয় উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নতি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াই বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করার প্রধান হাতিয়ার। একবার ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গান্ধী ও কমিউনিজমের খপ্পরে পরে ভারত কোথায় ছিল আর এখন আই টি টেকনোলজী ভারতকে কোথায় দাড় করিয়েছে? ২০০৩ সালে ভারত ১৭ মিলিয়ন অর্থাৎ এককোটি সত্তুর লক্ষ চাকুরী সৃষ্ট করেছে।

বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করতে হলে আপনাকে আগে আপনার ঘরটি কি ঠিক করতে হবে। একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেনীই গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের গ্যারান্টি। পুঁজিকে বাচাতে হলে পুজি লগ্নি করা উৎপাদিত পন্য বিক্রি করতে হবে। এটি একটি সার্কেল, যাকে সার্কেল অব পুঁজিবাদ বলা যায়। পুঁজি তার পন্য মার্কেট নিয়ে আসে, মার্কেটে সেই পন্য বিক্রিত হলে রাড়তি মুনাফার সৃষ্টি হয়। এই মুনাফা বা বাড়তি পুঁজি আবার বিনিয়োগ করা হলে নতুন চাকুরীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন চাকুরী প্রাপ্ত শ্রমিকরা আবার পন্য ক্রয় করে, যার অবধারিত ফলাফলে নতুন চাকুরির সৃষ্টি হয়। এটাই সার্কেল, এই সার্কেলই পুজিবাদ। বিশ্বায়নের যুগে এই সার্কেল চলছে বিশ্ব ব্যাপী।

যা বলছিলাম, গায়ের জোর নয় উন্নত প্রযুক্তি সর্বকালে সব সময়ে বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করার চাবি কাঠি। যেমন ধরুন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একটি সমাজে বেশী প্রধান্য বিস্তার করে থাকে। ডঃ বিপ্লব সমস্যা হয়ে গেল যে, আবার সেই অঙ্কের হিসাবই চলে আসছে। আমেরিকার জনগণ বিশ্বের ৬% ভাগ, আর এই ৬% ভাগ জনগণ ভোগ করে বিশ্বের ৩০ % সম্পদ। কাজেই মিলিটারী নয়, মিলিটারীকে নিয়ন্ত্রন করে যে উন্নত টেকনোলজি সে টেকনোলজিই পরাষ্ট্রনীতির প্রধান ভিত্তি। মাইক্রোসফটের উইন্ডোস সিষ্টেমের কথা একবার ভাবুন। আমি এটাকে বলি উইন্ডো সাম্রাজ্যবাদ।

অতএব শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেনীই গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও পররাষ্টনীতির ভিত্তি। যে দেশে যত শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেনী রয়েছে সেদেশই বিশ্ব রাজনীতির প্রধান খেলোয়াড়। এই শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেনী রয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপে, তারাই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রক করছে। অন্যান্যরা শুধুই খেলার সাবজেক্ট হচ্ছে।

আবারও দিচ্ছি অঙ্কের হিসাব। ইউরোপ ও আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০% ভাগ, আর তারা নিয়ন্ত্রন করছে বিশ্বের ৮০% সম্পদ।

আমেরিকার পরাষ্টনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যান্তরিন শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেনী কর্তৃক পরিচালিত গতনন্ত্র, শক্তিশালী ব্যবসায়ী শ্রেনীর ব্যবাসায়িক স্বার্থ সংরক্ষন ও আমেরিকার অন্যদেশের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই।

The proposition it puts forward is that democracy is good for foreign policy, whatever may be said by "realists"-professional practitioners ofrealpolitik. Indeed, the strength of American foreign policy has always lain in the fact that it is the product of a democratic system, one that puts a value on money and commerce as much as on military security. Thus, far from being marginal, changeable and divorced from the country's national interest, it has always been central to the experience and concerns of policymakers, and hence relatively stable... strong alliance between government and big business as the key to effective action abroad; their concern is to have the United States advantageously integrated into the world economy. Wilsonians put the emphasis on America's moral obligation to promote democratic values beyond its borders; the country's national interest, they believe, lies in extending the rule of law throughout the world. Jeffersonians are much more interested in safeguarding democracy at home; they are wary of unsavoury allies and apprehensive about war. Jacksonians are less democratic than populist, believing first and foremost in the physical security and economic prosperity of the American people. (Council on Foreign Relations: Walter Russell Mead)

চলবে